সমকাল

09 JUL 2026

দ্বিতীয়ার্ধে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানি ঘুরে দাঁড়াতে পারে

■ সমকাল প্রতিবেদক

আলোচনায় এইচএসবিসির এশিয়া অঞ্চলের প্রধান অর্থনীতিবিদ

ফ্রেডেরিক নিউম্যান

আন্তর্জাতিক ব্যাংক এইচএসবিসির এশিয়া অঞ্চলের প্রধান অর্থনীতিবিদ ফ্রেডেরিক নিউম্যান বলেছেন, বাংলাদেশ অর্থনীতি ক্রমশ পুনরুদ্ধারের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। তেলের দাম কমে আসা, যুক্তরাষ্ট্রের শুল্কনীতি নিয়ে অনিশ্চয়তা হ্রাস এবং বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধি শক্তিশালী থাকায় বছরের দ্বিতীয়ার্ধে তৈরি পোশাক রপ্তানি ঘুরে দাঁড়ানোর সম্ভাবনা রয়েছে।

গত মঙ্গলবার ঢাকায় 'এইচএসবিসি ইকোনমিক আউটলুক ২০২৬: দ্য বাংলাদেশ পারস্পেকটিভ' শীর্ষক একটি বিশেষ আয়োজনে ফ্রেডেরিক নিউম্যান মূল প্রবন্ধে এমন মত দেন। অনুষ্ঠানে জ্যেষ্ঠ সরকারি কর্মকর্তা, করপোরেট প্রতিষ্ঠানের শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন শিল্প খাতের প্রতিনিধি বৈশ্বিক অর্থনীতির পরিবর্তনশীল প্রেক্ষাপট এবং বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেন। এইচএসবিসি বাংলাদেশ গতকাল বুধবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানিয়েছে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী এমপি। বিশেষ বক্তব্য দেন এইচএসবিসির এশিয়া অঞ্চলের ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটসের হেড অব ব্যাংকিং ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর প্রিয়া কিনি। স্বাগত বক্তব্য দেন এইচএসবিসি বাংলাদেশের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. মাহবুব উর রহমান।

ফ্রেডেরিক নিউম্যান বলেন, বাংলাদেশে চলমান অর্থনৈতিক সংস্কারের ইতিবাচক প্রভাব দেশীয় বিনিয়োগ ও ভোগ ব্যয়কে আরও উৎসাহিত করবে। ফলে চলতি অর্থবছরে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ৪ দশমিক ৪ শতাংশে উন্নীত হতে পারে।

এতে 'আস্ক দ্য মিনিস্টার' শীর্ষক একটি আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়, যা সঞ্চালনা করেন এইচএসবিসি বাংলাদেশের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. মাহবুব উর রহমান। সেখানে ঘোষিত বাজেট বাস্তবায়নে সরকারের অগ্রাধিকার ও চ্যালেঞ্জ বিষয়ে এক প্রশ্নের জবাবে অর্থমন্ত্রী বলেন, বৈশ্বিক অনিশ্চয়তার এ সময়ে সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রেখে আস্থা পুনরুদ্ধার করাই হবে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। সরকার আমলাতান্ত্রিক জটিলতা কমিয়ে আনা এবং অধিক কার্যকর প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে একটি শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তুলতে কাজ করছে। রপ্তানি বহুমুখীকরণে কী ধরনের নীতিমালা সহায়ক হতে পারে– এমন এক প্রশ্নের উত্তরে আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন, প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতা বৃদ্ধি, নিয়ন্ত্রক প্রতিবন্ধকতা হ্রাস, নতুন বাজারে প্রবেশাধিকার সম্প্রসারণ এবং অর্থনৈতিক অঞ্চল ও বেসরকারি খাতের বিনিয়োগের মাধ্যমে নতুন খাতের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করাই এর মূল চাবিকাঠি।

মো. মাহবুব উর রহমান বলেন, বাংলাদেশের অগ্রযাত্রার পরবর্তী অধ্যায় নির্ধারিত হবে প্রবৃদ্ধির গুণগত মান এবং টেকসই ভিত্তির ওপর। বৈশ্বিক ব্যয় বৃদ্ধি এবং তারল্য সংকোচনের প্রেক্ষাপটে ভবিষ্যৎ নির্ভর করবে শক্তিশালী ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কাঠামো এবং বৈশ্বিক মূল্যশৃঙ্খলে আরও উচ্চ অবস্থানে পৌঁছানোর সক্ষমতার ওপর। এখন লক্ষ্য শুধু প্রবৃদ্ধি অর্জন নয়, বরং একটি বহুমুখী রপ্তানি ভিত্তি এবং এমন একটি অর্থনীতি গড়ে তোলা, যা হবে প্রতিযোগিতামূলক, অভিযোজনক্ষম এবং বৈশ্বিক পরিসরে বিশ্বস্ত।

প্রিয়া কিনি বলেন, 'দ্রুত পরিবর্তনশীল বৈশ্বিক সামষ্টিক অর্থনৈতিক ও ভূরাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বাজারের গতিবিধি সম্পর্কে এগিয়ে থাকা আমাদের গ্রাহকদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এইচএসবিসির গ্লোবাল রিসার্চ টিমের বিশ্লেষণধর্মী তথ্য এবং আমাদের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আমরা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা প্রদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, যাতে তারা আত্মবিশ্বাস ও নির্ভুলতার সঙ্গে অনিশ্চয়তা মোকাবিলা করে উদীয়মান ব্যবসায়িক সুযোগগুলো কাজে লাগাতে পারে।'

অনুষ্ঠান শেষে একটি নেটওয়ার্কিং ডিনারের আয়োজন করা হয়, যেখানে অংশগ্রহণকারীরা বাংলাদেশের অর্থনীতির ভবিষ্যৎ গতিপথ, পরিবর্তনশীল বৈশ্বিক ব্যবসায়িক পরিবেশ এবং দীর্ঘমেয়াদি প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা নিয়ে মতবিনিময় করেন।

সমকাল

09 JUL 2026

বাণিজ্য ঘাটতি ২৪ বিলিয়ন ডলার

বিশেষ প্রতিনিধি

আমদানি বৃদ্ধির এ সময়ে কমে যাচ্ছে রপ্তানি আয়। এতে বাণিজ্য ঘাটতি বেড়ে মে শেষে প্রায় ২৪ বিলিয়ন ডলার হয়েছে। আগের মাস এপ্রিল শেষে ঘাটতি ছিল ২২ বিলিয়ন ডলারের সামান্য বেশি। তবে রেমিট্যান্সে উচ্চ প্রবৃদ্ধির ফলে চলতি হিসাবে ঘাটতি কমে ৩০ কোটি ডলারে নেমেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের মে ভিত্তিক বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্য প্রতিবেদনে এমন চিত্র উঠে এসেছে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২৫-২৬ অর্থবছরের ১১ মাসে আমদানি ব্যয় হয়েছে ছয় হাজার ৪০২ কোটি ডলার। আগের অর্থবছরের একই সময়ে যা ছিল ছয় হাজার ২৫ কোটি ডলার। আমদানি বেড়ে ৩৭৭ কোটি ডলার বা ৬ দশমিক ২৬ শতাংশ। অথচ রপ্তানি ৮৩ কোটি ডলার বা ২ দশমিক শূন্য ৪ শতাংশ কমে চার হাজার চার কোটি ডলারে নেমেছে। এতে বাণিজ্য ঘাটতি বেড়ে প্রায় ২৪ বিলিয়ন তথা দুই হাজার ৩৯৮ কোটি ডলার হয়েছে। আগের অর্থবছরের একই সময়ে ঘাটতি ছিল এক হাজার ৯৩৮ কোটি ডলার।

এ সময়ে রেমিট্যান্সে উচ্চ প্রবাহ না থাকলে চলতি হিসাবের পরিস্থিতি খুব খারাপ হতো। গত মে পর্যন্ত প্রবাসীরা তিন হাজার ২৭৭ কোটি ডলার সমপরিমাণ অর্থ দেশে পাঠিয়েছেন। আগের অর্থবছরের একই সময়ে এসেছিল দুই হাজার ৭৫১ কোটি ডলার। এ সময়ে রেমিট্যান্স বেড়েছে ৫২৬ কোটি ডলার যা ১৯ দশমিক ১৪ শতাংশ বেশি। সব মিলিয়ে চলতি হিসাবে ঘাটতি দাঁড়িয়েছে ৩০ কোটি ডলার। আগের মাস পর্যন্ত যেখানে ঘাটতি ছিল ১২৩ কোটি ডলার।

আর্থিক হিসাবে দেখা যাচ্ছে, ৪১৬ কোটি ডলার উদ্বৃত্ত হয়েছে। আগের বছরের একই সময়ে ঘাটতি ছিল ২১ কোটি ডলারের সামান্য বেশি। আগের মাস পর্যন্ত উদ্বৃত্ত ছিল ৪৫২ কোটি ডলার। সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় সামান্য কমে ১৩১ কোটি ডলারে নেমেছে। আগের অর্থবছরের একই সময়ে যা ছিল ১৫৫ কোটি ডলার। বিদেশি অনুদান আগের বছরের ২৭৮ কোটি ডলার থেকে কমে ১৩০ কোটি ডলারে নেমেছে।

প্রথম আলো
09 JUL 2026

দিনাজপুর থেকে ভুট্টা যাচ্ছে ইউরোপে

বড় বিনিয়োগে শেল্‌টেক্

প্রথম চালানে কয়েক ধাপে স্পেন, ইতালি, পর্তুগালসহ ইউরোপের কয়েকটি দেশে ২০০ কনটেইনার ক্যানজাত ভুট্টা যাচ্ছে।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

কারখানায় আসা ভুট্টা যাচাই-বাছাই শেষে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রক্রিয়াজাত হয়ে ক্যানে বা কৌটায় জমা হয়। সেই কৌটা মুখ বন্ধ করে নির্ধারিত তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করা হয়। তারপর কনটেইনারে করে ইউরোপের বিভিন্ন গন্তব্যে চলে যাচ্ছে।

দিনাজপুরের পার্বতীপুরে বাংলাদেশ-স্পেনের যৌথ বিনিয়োগে স্থাপিত স্পেন বাংলাদেশ অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ গত ৬ জুন ক্যানজাত ভুট্টা রপ্তানি শুরু করেছে। প্রথম চালানে কয়েক ধাপে স্পেন, ইতালি, পর্তুগালসহ ইউরোপের কয়েকটি দেশে ২০০ কনটেইনার ক্যানজাত ভুট্টা যাচ্ছে। যার আর্থিক মূল্য ৬০ লাখ ডলার, যা দেশীয় মুদ্রায় ৭৩ কোটি ২০ লাখ টাকার সমান।

বাংলাদেশের পরিচিত শিল্পগোষ্ঠীগুলোর অন্যতম শেল্‌টেক্ গ্রুপ বিশ্বের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় প্রক্রিয়াজাত কোম্পানি স্পেনভিত্তিক সেলেরিও গ্রুপের সঙ্গে যৌথ বিনিয়োগে পার্বতীপুরে এই কারখানা স্থাপন করেছে। প্রতিষ্ঠানটির জন্য বর্তমানে চুক্তিবদ্ধ ৪ হাজার কৃষক উচ্চ ফলনশীল ভুট্টা উৎপাদন করছেন। ইতিমধ্যে প্রকল্পটিতে ৪০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ হয়েছে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে শেল্‌টেক্ গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) তানভীর আহমেদ *প্রথম আলো*কে বলেন, 'ভালো সম্ভাবনা থাকায় আমরা প্রক্রিয়াজাত খাদ্যপণ্যের ব্যবসায় বিনিয়োগ করেছি। সেলেরিও আমাদের প্রযুক্তিগত সহায়তা দেওয়ার পাশাপাশি বিপণনের দায়িত্ব পালন করবে। আগামী পাঁচ বছর পার্বতীপুরের কারখানায় উৎপাদিত প্রক্রিয়াজাত খাদ্যসামগ্রীর পুরোটাই তাদের মাধ্যমেই রপ্তানি হবে। ফলে পণ্যের বিপণন নিয়ে আমাদের কোনো দুশ্চিন্তা নেই।'

ভুট্টার সঙ্গে আনারস ও আম

বছর দেড়েক আগে পার্বতীপুরের স্পেন বাংলাদেশ অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজের কারখানা স্থাপনের কাজ শুরু হয়। গত বছরের জুনে স্পেন থেকে আনা বিশেষ জাতের ভুট্টার বীজ দিয়ে চাষ শুরু করেন চুক্তিভিত্তিক চাষিরা। তাঁদের উৎপাদিত ফসল কেনার নিশ্চয়তার পাশাপাশি বিনা মূল্যে বীজ সরবরাহ করছে প্রতিষ্ঠানটি।

স্পেন বাংলাদেশ অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজের কর্মকর্তারা জানান, বাংলাদেশে প্রচলিত চাষে উৎপাদিত একেকটি ভুট্টার ছড়ার ওজন হয় ২০০-২৫০ গ্রাম। আর স্পেনের হাইব্রিড বীজে উৎপাদিত ভুট্টার ছড়ার ওজন হচ্ছে ৪৫০-৫০০ গ্রাম। বর্তমানে ৪ হাজার চুক্তিভিত্তিক চাষি থাকলেও ভবিষ্যতে আরও ৪০ হাজার কৃষককে চুক্তিভিত্তিক চাষে যুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে।

ভুট্টার পাশাপাশি আনারস প্রক্রিয়াজাত শুরু হয়েছে পার্বতীপুরের কারখানায়। টাঙ্গাইলের মধুপুর থেকে আনারস সংগ্রহ করে প্রক্রিয়াজাত করে টিনজাত করা হচ্ছে। টিনজাত আনারসও রপ্তানি হবে। এ ছাড়া রপ্তানির জন্য আমও প্রক্রিয়াজাত করা হবে।

এ বিষয়ে শেল্‌টেক্ গ্রুপের এমডি তানভীর আহমেদ *প্রথম আলো*কে বলেন, 'আমরা পার্বতীপুরের কারখানা থেকে টিনজাত ভুট্টা ও

শেল্‌টেক্ গ্রুপের ১,৫০৪ কোটি টাকার বিনিয়োগ

বিনিয়োগের খাত	কোটি টাকা
কৃষি প্রক্রিয়াজাতে	৪০০
আবাসন খাতে	৮৪০
বস্ত্র খাতে	১৭৯
অ্যাব্রেসিভ পেপারে	৮৫

সূত্র : শেল্‌টেক্ গ্রুপ

> **আমরা পার্বতীপুরের কারখানা থেকে টিনজাত ভুট্টা ও আনারসের পাশাপাশি ফলের ককটেল এবং শুকনা আনারস ও আম প্রক্রিয়াজাত করে রপ্তানি করব। পাশাপাশি আম ও লিচু বিদেশে পাঠাব।**
>
> **তানভীর আহমেদ,** এমডি, শেল্‌টেক্ গ্রুপ।

আবাসন ও বস্ত্র খাতে বিনিয়োগ

প্রক্রিয়াজাত খাদ্যের পাশাপাশি আবাসন খাতে বড় বিনিয়োগ করছে শেল্‌টেক্ গ্রুপ। বনশ্রীতে নিজস্ব ৫৩ কাঠা জমির ওপর আধুনিক শপিংমল নির্মাণের কাজ শুরু করেছে প্রতিষ্ঠানটি। শেল্‌টেক্ লিগ্যাসি প্লাজা নামের এই শপিংমল হবে ১৭ তলা। প্রায় ২ লাখ বর্গফুট আয়তনের বাণিজ্যিক ভবনটি নির্মাণে শেল্‌টেক্ ৫৭৫ কোটি টাকা বিনিয়োগ করছে। সেখানে ৩৫০ দোকান, ফুট কোর্টসহ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা থাকবে। পরিবেশবান্ধব হিসেবে শপিংমলটি করার পরিকল্পনা রয়েছে শেল্‌টেকের।

এ ছাড়া জলসিঁড়ি আবাসন প্রকল্পে যৌথ উদ্যোগে ২১টি আবাসন প্রকল্প নির্মাণ করছে শেল্‌টেক্। সেখানে ২৬৫ কোটি টাকা বিনিয়োগ হবে। তার বাইরে ব্লেন্ডেড সুতা উৎপাদন সক্ষমতা বাড়াতে এনভয় টেক্সটাইলস প্রায় ১৭৯ কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে। আগামী বছরের মধ্যেই কাজটি শেষ হবে। এর বাইরে সিলেটে অ্যাব্রেসিভ পেপার উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান গ্রাইন্ডটেক লিমিটেডে ৮৫ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে শেল্‌টেক্ গ্রুপ। এ ছাড়া গ্রুপের বিভিন্ন কারখানায় কার্বন নিঃসরণ কমাতে ১০ মেগাওয়াটের সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে।

শেল্‌টেক্ ও এনভয় লিগ্যাসি গ্রুপের ৩১ প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক লেনদেন বর্তমানে ৬ হাজার ৭০০ কোটি টাকা। কাজ করেন ১৭ হাজার কর্মী। ২০৩০ সালের মধ্যে সেটি উন্নীত হবে ৫৮ হাজারে। তখন বার্ষিক লেনদেন ৯ হাজার ২০০ কোটি টাকায় উন্নীত হবে।

দেড় হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগের বিষয়ে

বড় বিনিয়োগে শেলটেক্

প্রথম চালানে কয়েক ধাপে স্পেন, ইতালি, পর্তুগালসহ ইউরোপের কয়েকটি দেশে ২০০ কনটেইনার ক্যানজাত ভুট্টা যাচ্ছে।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

কারখানায় আসা ভুট্টা যাচাই-বাছাই শেষে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রক্রিয়াজাত হয়ে ক্যানে বা কৌটায় জমা হয়। সেই কৌটা মুখ বন্ধ করে নির্ধারিত তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করা হয়। তারপর কনটেইনারে করে ইউরোপের বিভিন্ন গন্তব্যে চলে যাচ্ছে।

দিনাজপুরের পার্বতীপুরে বাংলাদেশ-স্পেনের যৌথ বিনিয়োগে স্থাপিত স্পেন বাংলাদেশ অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ গত ৬ জুন ক্যানজাত ভুট্টা রপ্তানি শুরু করেছে। প্রথম চালানে কয়েক ধাপে স্পেন, ইতালি, পর্তুগালসহ ইউরোপের কয়েকটি দেশে ২০০ কনটেইনার ক্যানজাত ভুট্টা যাচ্ছে। যার আর্থিক মূল্য ৬০ লাখ ডলার, যা দেশীয় মুদ্রায় ৭৩ কোটি ২০ লাখ টাকার সমান।

বাংলাদেশের পরিচিত শিল্পগোষ্ঠীগুলোর অন্যতম শেলটেক্ গ্রুপ বিশ্বের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় প্রক্রিয়াজাত কোম্পানি স্পেনভিত্তিক সেলেরিও গ্রুপের সঙ্গে যৌথ বিনিয়োগে পার্বতীপুরে এই কারখানা স্থাপন করেছে। প্রতিষ্ঠানটির জন্য বর্তমানে চুক্তিবদ্ধ ৪ হাজার কৃষক উচ্চ ফলনশীল ভুট্টা উৎপাদন করছেন। ইতিমধ্যে প্রকল্পটিতে ৪০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ হয়েছে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে শেলটেক্ গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) তানভীর আহমেদ *প্রথম আলো*কে বলেন, 'ভালো সম্ভাবনা থাকায় আমরা প্রক্রিয়াজাত খাদ্যপণ্যের ব্যবসায় বিনিয়োগ করেছি। সেলেরিও আমাদের প্রযুক্তিগত সহায়তা দেওয়ার পাশাপাশি বিপণনের দায়িত্ব পালন করবে। আগামী পাঁচ বছর পার্বতীপুরের কারখানায় উৎপাদিত প্রক্রিয়াজাত খাদ্যসামগ্রীর পুরোটাই তাদের মাধ্যমেই রপ্তানি হবে। ফলে পণ্যের বিপণন নিয়ে আমাদের কোনো দুশ্চিন্তা নেই।'

ভুট্টার সঙ্গে আনারস ও আম

বছর দেড়েক আগে পার্বতীপুরের স্পেন বাংলাদেশ অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজের কারখানা স্থাপনের কাজ শুরু হয়। গত বছরের জুনে স্পেন থেকে আনা বিশেষ জাতের ভুট্টার বীজ দিয়ে চাষ শুরু করেন চুক্তিভিত্তিক চাষিরা। তাঁদের উৎপাদিত ফসল কেনার নিশ্চয়তার পাশাপাশি বিনা মূল্যে বীজ সরবরাহ করছে প্রতিষ্ঠানটি।

স্পেন বাংলাদেশ অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজের কর্মকর্তারা জানান, বাংলাদেশে প্রচলিত চাষে উৎপাদিত একেকটি ভুট্টার ছড়ার ওজন হয় ২০০-২৫০ গ্রাম। আর স্পেনের হাইব্রিড বীজে উৎপাদিত ভুট্টার ছড়ার ওজন হচ্ছে ৪৫০-৫০০ গ্রাম। বর্তমানে ৪ হাজার চুক্তিভিত্তিক চাষি থাকলেও ভবিষ্যতে আরও ৪০ হাজার কৃষককে চুক্তিভিত্তিক চাষে যুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে।

ভুট্টার পাশাপাশি আনারস প্রক্রিয়াজাত শুরু হয়েছে পার্বতীপুরের কারখানায়। টাঙ্গাইলের মধুপুর থেকে আনারস সংগ্রহ করে প্রক্রিয়াজাত করে টিনজাত করা হচ্ছে। টিনজাত আনারসও রপ্তানি হবে। এ ছাড়া রপ্তানির জন্য আমও প্রক্রিয়াজাত করা হবে।

এ বিষয়ে শেলটেক্ গ্রুপের এমডি তানভীর আহমেদ *প্রথম আলো*কে বলেন, 'আমরা পার্বতীপুরের কারখানা থেকে টিনজাত ভুট্টা ও আনারসের পাশাপাশি ফলের ককটেল এবং শুকনা আনারস ও আম প্রক্রিয়াজাত করে রপ্তানি করব। পাশাপাশি আম ও লিচু বিদেশে পাঠাব।' তিনি আরও বলেন, 'কারখানাটির বছরে ১৫-১৭ কোটি ডলারের প্রক্রিয়াজাত খাদ্য রপ্তানি করার সক্ষমতা আছে। পূর্ণ সক্ষমতায় উৎপাদন করলে সেটি বেড়ে ২০ কোটি ডলার হবে। ২০২৮ সালের দিকে আমরা এই পর্যায়ে পৌঁছাব।'

শেলটেক্ গ্রুপের ১,৫০৪ কোটি টাকার বিনিয়োগ

বিনিয়োগের খাত	কোটি টাকা
কৃষি প্রক্রিয়াজাতে	৪০০
আবাসন খাতে	৮৪০
বস্ত্র খাতে	১৭৯
অ্যাব্রেসিভ পেপারে	৮৫

সূত্র: শেলটেক্ গ্রুপ

আমরা পার্বতীপুরের কারখানা থেকে টিনজাত ভুট্টা ও আনারসের পাশাপাশি ফলের ককটেল এবং শুকনা আনারস ও আম প্রক্রিয়াজাত করে রপ্তানি করব। পাশাপাশি আম ও লিচু বিদেশে পাঠাব।

তানভীর আহমেদ, এমডি, শেলটেক্ গ্রুপ।

আবাসন ও বস্ত্র খাতে বিনিয়োগ

প্রক্রিয়াজাত খাদ্যের পাশাপাশি আবাসন খাতে বড় বিনিয়োগ করছে শেলটেক্ গ্রুপ। বনশ্রীতে নিজস্ব ৫৩ কাঠা জমির ওপর আধুনিক শপিংমল নির্মাণের কাজ শুরু করেছে প্রতিষ্ঠানটি। শেলটেক্ লিগ্যাসি প্লাজা নামের এই শপিংমল হবে ১৭ তলা। প্রায় ২ লাখ বর্গফুট আয়তনের বাণিজ্যিক ভবনটি নির্মাণে শেলটেক্ ৫৭৫ কোটি টাকা বিনিয়োগ করছে। সেখানে ৩৫০ দোকান, ফুট কোর্টসহ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা থাকবে। পরিবেশবান্ধব হিসেবে শপিংমলটি করার পরিকল্পনা রয়েছে শেলটেকের।

এ ছাড়া জলসিঁড়ি আবাসন প্রকল্পে যৌথ উদ্যোগে ২১টি আবাসন প্রকল্প নির্মাণ করছে শেলটেক্। সেখানে ২৬৫ কোটি টাকা বিনিয়োগ হবে। তার বাইরে ব্লেন্ডেড সুতা উৎপাদন সক্ষমতা বাড়াতে এনভয় টেক্সটাইলস প্রায় ১৭৯ কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে। আগামী বছরের মধ্যেই কাজটি শেষ হবে। এর বাইরে সিলেটে অ্যাব্রেসিভ পেপার উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান গ্রাইন্ডটেক লিমিটেডে ৮৫ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে শেলটেক্ গ্রুপ। এ ছাড়া গ্রুপের বিভিন্ন কারখানায় কার্বন নিঃসরণ কমাতে ১০ মেগাওয়াটের সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে।

শেলটেক্ ও এনভয় লিগ্যাসি গ্রুপের ৩১ প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক লেনদেন বর্তমানে ৬ হাজার ৭০০ কোটি টাকা। কাজ করেন ১৭ হাজার কর্মী। ২০৩০ সালের মধ্যে সেটি উন্নীত হবে ৫৮ হাজারে। তখন বার্ষিক লেনদেন ৯ হাজার ২০০ কোটি টাকায় উন্নীত হবে।

দেড় হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগের বিষয়ে জানতে চাইলে শেলটেক্ গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক তানভীর আহমেদ *প্রথম আলো*কে বলেন, 'আমরা এই বিনিয়োগ এক থেকে দেড় বছর আগে শুরু করেছি। রপ্তানি বৈচিত্র্যের পাশাপাশি আমদানি বিকল্প পণ্য উৎপাদনে বিনিয়োগ করছি। হিসাব-নিকাশ করেই আমরা ভার্টিক্যাল ইন্টিগ্রেশন হিসেবে এসব উদ্যোগ নিয়েছি। তাই আমাদের এই বিনিয়োগে সেভাবে ঝুঁকি নেই।'

বণিক বার্তা
09 JUL 2026

বিআইবিএমের কর্মশালায় বক্তারা

ডিজিটালাইজেশনের অভাবে দেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ব্যাহত হচ্ছে

রাজধানীর মিরপুরে গতকাল বিআইবিএম আয়োজিত অনুষ্ঠানে অতিথিরা ছবি : বিআইবিএম

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

দেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অর্থায়ন ও ডিজিটাল ব্যাংকিংয়ের ক্ষেত্রে এখনো বড় ধরনের কাঠামো ও নীতিগত সমস্যা রয়ে গেছে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের এ যুগে বৈশ্বিক লেনদেন প্রায় পুরোটাই ডিজিটাল প্রক্রিয়ায় চলে গেলেও বাংলাদেশ এখনো কাগুজে নথিপত্র থেকে বের হতে পারেনি। সনাতন ও আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতির ওপর নির্ভরতা, আধুনিক প্রযুক্তি সংযোজন ও বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে সমন্বয়হীনতার কারণে আমদানি-রফতানি কার্যক্রমে এখনো ধীরগতি রয়ে গেছে। এতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে পিছিয়ে পড়ছে বাংলাদেশ।

রাজধানীর মিরপুরে গতকাল বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট (বিআইবিএম) আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন বক্তারা। এ সময় 'ট্রেড সার্ভিসেস অপারেশনস অব ব্যাংকস' শীর্ষক একটি গবেষণা প্রতিবেদন উত্থাপন ও পর্যালোচনা করা হয়।

অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিআইবিএমের অধ্যাপক ড. শাহ মো. আহসান হাবীব। তিনি বলেন, 'বাংলাদেশকে আজ বা কাল স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা (এলডিসি) থেকে উত্তরণ হতেই হবে। কিন্তু সেজন্য প্রস্তুতি এখনো বেশ দুর্বল।'

তিনি বলেন, 'বর্তমানে কোনো কোনো পণ্যে ২০ শতাংশ ভ্যালু সংযোজন করেই আমরা "মেড ইন বাংলাদেশ" হিসেবে রফতানি করছি। কিন্তু এলডিসি উত্তরণের পর কোনো পণ্যের ন্যূনতম ৬০ শতাংশ নিজেদের না হলে "মেড ইন বাংলাদেশ" নামে রফতানি করা যাবে না। এ ধরনের নানা শর্ত, নিয়মাবলি ও প্রতিযোগিতা মোকাবেলায় এখন থেকেই প্রস্তুতি নিতে হবে।' এক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) ও বাংলাদেশ ব্যাংকসহ সংশ্লিষ্টদের সমন্বিতভাবে কাজ করার জন্য এগিয়ে আসতে হবে বলেও মন্তব্য করেন এ অধ্যাপক।

আহসান হাবীবের সঙ্গে গবেষণা দলে আরো ছিলেন বিআইবিএমের সহকারী অধ্যাপক তোফায়েল আহমেদ ও রাহাত বানু, প্রভাষক রাজিব কুমার দাস, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ফরেন এক্সচেঞ্জ পলিসি ডিপার্টমেন্টের অতিরিক্ত পরিচালক মোহাম্মদ আরাফাত আলী ও মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসির এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট এটিএম নেছারুল হক।

গবেষণায় দেখা গেছে, ট্রেড ফাইন্যান্সে দেশের ব্যাংকগুলোর খেলাপি ঋণের হার বর্তমানে প্রায় ৪০-৫০ শতাংশ। কোনো কোনো ব্যাংকের ক্ষেত্রে এটি ৮০ শতাংশেরও বেশি। এছাড়া ব্যাংকগুলোর অতিরিক্ত মার্জিন আরোপ, উচ্চ সুদহার এবং ডিজিটাল আইনি কাঠামোর অভাবে দেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। ব্যাংকগুলো এলসি খোলার ক্ষেত্রে ছোট ব্যবসায়ীদের ওপর ১০-৫০ শতাংশ পর্যন্ত উচ্চ মার্জিন চাপিয়ে দিচ্ছে। অধিকাংশ ব্যাংকেই ছোট উদ্যোক্তাদের জন্য নির্দিষ্ট 'এসএমই ট্রেড ফাইন্যান্স ডেস্ক' বা বিশেষায়িত সেবা নেই।

গবেষণা প্রতিবেদন অনুযায়ী, ডিজিটালাইজেশনেও বেশ পিছিয়ে আছে ব্যাংকগুলো। ২০২৫ সালের জাতিসংঘ বাণিজ্য সহজীকরণ জরিপে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ পেপারলেস বাণিজ্যের স্কোর ৭০ দশমিক ৩৭ শতাংশ হলেও আন্তর্জাতিক বা ক্রস-বর্ডার পেপারলেস বাণিজ্যের স্কোর মাত্র ৩৩ দশমিক ৩৩ শতাংশ। এর মূল কারণ ইলেকট্রনিক বিল অব লেডিংসহ অন্যান্য ডিজিটাল নথিপত্রের জন্য ব্যাংকগুলোর প্রযুক্তিগত ও আইনি প্রস্তুতির অভাব, যা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বেশ প্রভাব রাখছে। এছাড়া বাংলাদেশ এখনো জাতিসংঘের 'মডেল ল অন ইলেকট্রনিক ট্রান্সফারেবল রেকর্ডস' (এমএলইটিআর) গ্রহণ বা এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কোনো আইনি কাঠামোও তৈরি করতে পারেনি। ফলে ডিজিটাল মাধ্যমে বাণিজ্যিক নথিপত্র আদান-প্রদানের কোনো আইনি স্বীকৃতি বাংলাদেশে নেই, যা দেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গতিকে শ্লথ করে দিচ্ছে।

কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন বিআইবিএমের মহাপরিচালক ড. মো. এজাজুল ইসলাম। তিনি বলেন, 'আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কার্যক্রমকে আরো দ্রুত, নিরাপদ ও কাগজবিহীন করতে ইলেকট্রনিক ট্রেড ডকুমেন্টের জন্য আধুনিক আইনগত ও ডিজিটাল অবকাঠামো গড়ে তোলা সময়ের দাবি। একই সঙ্গে গ্রাহকসেবার মান অক্ষুণ্ন রেখে অর্থ পাচার ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ এবং ট্রেড-বেজড মানি লন্ডারিং প্রতিরোধে আরো কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের বিকল্প নেই।'

তিনি আরো বলেন, 'উদ্ভাবনী আর্থিক পণ্য ও ঝুঁকি ভাগাভাগির কার্যকর ব্যবস্থার মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের জন্য ট্রেড ফাইন্যান্সের সুযোগ সম্প্রসারণ করতে হবে। একই সঙ্গে পণ্যভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং সম্পদের গুণগত মান পর্যবেক্ষণ আরো জোরদার করতে হবে। একটি শক্তিশালী, স্বচ্ছ ও কার্যকর ট্রেড ফাইন্যান্স ব্যবস্থা গড়ে তুলতে বাংলাদেশ ব্যাংক, তফসিলি ব্যাংক, কাস্টমস কর্তৃপক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট সব অংশীজনের মধ্যে সমন্বয় বাড়ানো দরকার।'

কর্মশালায় আলোচক হিসেবে অংশ নেন এনআরবিসি ব্যাংক পিএলসির চেয়ারম্যান মো. আলী হোসেন প্রধানিয়া। তিনি বলেন, 'বিগত দুই বছর আমরা অনেক চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়ে গিয়েছি। এর মধ্যে ডলার সংকট, বৈদেশিক মুদ্রার বিপরীতে স্থানীয় মুদ্রার অবমূল্যায়ন ও ব্যাংক খাতের সংকট—এগুলো আমাদের ট্রেড সার্ভিসকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছে। তবে এসবের বাইরে গিয়েও ট্রেড সিস্টেম বা বিশেষ করে ট্রেড সার্ভিসের ডিজিটালাইজেশনের কোনো বিকল্প নেই।'

তিনি আরো বলেন, 'ট্রেড সার্ভিসের টেবিলে প্রতিটা কাজের যে প্রক্রিয়া, তা যদি একটি ডিজিটাল ইকোসিস্টেমের আওতায় চলে আসে, তাহলে আমরা খুব সহজেই সম্ভাব্য ঝুঁকিগুলো চিহ্নিত করে পদক্ষেপ নিতে পারব।'

অনুষ্ঠানে আরো কথা বলেন ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসির উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মাহমুদুর রহমান, প্রাইম ব্যাংক পিএলসির উপব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ সাজ্জাদ হায়দার চৌধুরী ও সিটি ব্যাংক পিএলসির উপব্যবস্থাপনা পরিচালক ফারুক আহমেদ।

The Financial Express
09 JUL 2026

LDC-DEFER BID

High-level team leaves for UN next week

FHM HUMAYAN KABIR

A high-level Bangladeshi delegation will travel to the United States next week to lobby 54 member-states of the UN Economic and Social Council (ECOSOC) for support to the country's request to defer its graduation from least-developed country (LDC) status by three years.

The team, led by Commerce Minister Khandaker Abdul Muqtadir, is scheduled to leave Bangladesh on July 13 and return on July 19, officials said.

The delegation will also include ERD Secretary Shariar Kader Siddiky, Bangladesh's Permanent Representative to the United Nations, at least two private-sector business leaders and other government officials.

The Bangladesh delegation is scheduled to meet ECOSOC representatives at the UN headquarters in New York from July 15 to July 18, an official at the Economic Relations Division (ERD) said on Wednesday.

According to the ERD, the policy decision on LDC graduation rests with ECOSOC, acting on recommendations from the UN Committee for Development Policy (UNCDP), before being placed before the UN General Assembly for final approval.

"Our team will meet representatives of the 54 ECOSOC member countries at the UN headquarters. It will explain the reasons behind Bangladesh's request to defer its graduation," a commerce ministry official said.

An ECOSOC meeting is expected to be held on July 22, when Bangladesh's request could be considered.

The council generally makes recommendations to the UNGA on requests for graduation deferrals.

Bangladesh formally requested the UNCDP several months ago to postpone its graduation from LDC status by three years.

The UNCDP is an expert subsidiary body of ECOSOC responsible for reviewing countries' eligibility for

meeting, the final decision would require approval by the UNGA.

Like Bangladesh, Nepal has also recently requested a three-year postponement of its graduation from LDC status.

Meanwhile, the government briefed foreign diplomats in Dhaka on July 2 in an effort to build international support for its request.

As the proposal will ultimately be placed before the UNGA, Bangladesh will need the backing of a majority of member states, the official added.

Government officials said Bangladesh's fate regarding the deferral request is likely to be decided at the UNGA session in September this year.

Although Bangladesh is scheduled to graduate from

global economic challenges.

Citing external shocks, energy supply constraints, domestic political transition and other economic uncertainties, Bangladesh submitted its request to the UNCDP more than two months ago.

Another ERD official said that while ECOSOC's position would become clearer after its late-July meeting, the final decision would rest with the UNGA.

"Since Nepal has also sought a three-year deferral, the UN may adopt a common decision for both countries," he said.

Responding to Bangladesh's request, the UNCDP, in a letter dated June 1 to the ERD Secretary, expressed a positive view of the country's plea, although it did not specify any timeframe.

delegation will travel to the United States next week to lobby 54 member-states of the UN Economic and Social Council (ECOSOC) for support to the country's request to defer its graduation from least-developed country (LDC) status by three years.

The team, led by Commerce Minister Khandaker Abdul Muqtadir, is scheduled to leave Bangladesh on July 13 and return on July 19, officials said.

The delegation will also include ERD Secretary Shariar Kader Siddiky, Bangladesh's Permanent Representative to the United Nations, at least two private-sector business leaders and other government officials.

The Bangladesh delegation is scheduled to meet ECOSOC representatives at the UN headquarters in New York from July 15 to July 18, an official at the Economic Relations Division (ERD) said on Wednesday.

According to the ERD, the policy decision on LDC graduation rests with ECOSOC, acting on recommendations from the UN Committee for Development Policy (UNCDP), before being placed before the UN General Assembly for final approval.

"Our team will meet representatives of the 54 ECOSOC member countries at the UN headquarters. It will explain the reasons behind Bangladesh's request to defer its graduation," a commerce ministry official said.

An ECOSOC meeting is expected to be held on July 22, when Bangladesh's request could be considered.

The council generally makes recommendations to the UNGA on requests for graduation deferrals.

Bangladesh formally requested the UNCDP several months ago to postpone its graduation from LDC status by three years.

The UNCDP is an expert subsidiary body of ECOSOC responsible for reviewing countries' eligibility for graduation from the LDC category.

The commerce ministry official said that although the timeline would become clearer after the ECOSOC meeting, the final decision would require approval by the UNGA.

Like Bangladesh, Nepal has also recently requested a three-year postponement of its graduation from LDC status.

Meanwhile, the government briefed foreign diplomats in Dhaka on July 2 in an effort to build international support for its request.

As the proposal will ultimately be placed before the UNGA, Bangladesh will need the backing of a majority of member states, the official added.

Government officials said Bangladesh's fate regarding the deferral request is likely to be decided at the UNGA session in September this year.

Although Bangladesh is scheduled to graduate from LDC status in November 2026, Dhaka has sought a three-year extension to better prepare for the transition in light of emerging domestic and global economic challenges.

Citing external shocks, energy supply constraints, domestic political transition and other economic uncertainties, Bangladesh submitted its request to the UNCDP more than two months ago.

Another ERD official said that while ECOSOC's position would become clearer after its late-July meeting, the final decision would rest with the UNGA.

"Since Nepal has also sought a three-year deferral, the UN may adopt a common decision for both countries," he said.

Responding to Bangladesh's request, the UNCDP, in a letter dated June 1 to the ERD Secretary, expressed a positive view of the country's plea, although it did not specify any timeframe.

Earlier, the UNCDP recommended Bangladesh, Lao PDR and Nepal for graduation from LDC status in 2026.

kabirhumayan10@gmail.com

The Daily Star
09 JUL 2026

Building 'Brand Bangladesh'

TARIQ ALAM

For decades, manufacturing-led exports have been a central driver of Bangladesh's economic success. The garment sector transformed the economy, created millions of jobs and established the country as one of the world's leading apparel exporters.

Yet as Bangladesh looks towards the next stage of development, an important question emerges: how can the country capture a greater share of the value associated with the products, services and ideas it helps create?

The answer may lie in building Brand Bangladesh.

Around the world, countries increasingly compete through brands, intellectual property, cultural influence and consumer perception, not just manufacturing and production costs. The greatest value accrues not to those that make the most products, but to those whose brands create demand. Bangladesh already manufactures for many of the world's best-known brands, including Zara, H&M and Uniqlo. Yet few consumers know the Bangladeshi companies behind the products they buy.

While manufacturing creates jobs and export earnings, much of the value associated with branding, customer loyalty and intellectual property is captured by those who own them. Many countries initially develop through manufacturing before moving up the value chain.

The next stage is creating products, services and brands that consumers seek for their origin, not just their place of production. This is where the creative economy becomes strategically important. The most successful economies use creativity to build globally recognised national brands. Bangladesh's opportunity lies not only in developing its creative economy but also in using it to strengthen its global competitiveness.

Historically, exports have been driven by manufacturing competitiveness, trade agreements and industrial investment. Today, culture, digital influence and brand perception increasingly shape consumer demand. Countries that convert cultural relevance into commercial value gain a competitive edge. Stronger international visibility and consumer confidence could boost Bangladesh's apparel, pharmaceutical, tourism and digital services sectors. Greater brand recognition can help Bangladeshi companies attract customers, strengthen exports and build international trust.

The objective is not only to create new industries but also to capture more value from existing ones. Strong brands enhance pricing power, attract foreign direct investment and generate wider economic opportunities. In a connected world, reputation and trust have become valuable economic assets. Looking towards 2030, Bangladesh can build a creative economy that strengthens brands, exports and entrepreneurship.

Globally, the creator economy is evolving towards commerce, ownership and business creation.

Social commerce, the sale of products directly through social media platforms, is projected to approach $3 trillion annually worldwide. As consumers increasingly discover products through trusted creators and digital communities, many creators are becoming founders, investors and brand owners, showing how digital attention can be transformed into economic value.

For Bangladesh, the lesson is clear: creativity, trust and commerce are increasingly interconnected. In the next phase of the digital economy, the biggest gains will go to countries that link creativity, entrepreneurship, commerce and exports into a single ecosystem.

The objective is not simply to produce more content, but to turn attention into brands, brands into demand and demand into economic value.

The most successful economies understand this progression: content creates attention, trust shapes

Zara, H&M and Uniqlo. Yet few consumers know the Bangladeshi companies behind the products they buy.

While manufacturing creates jobs and export earnings, much of the value associated with branding, customer loyalty and intellectual property is captured by those who own them. Many countries initially develop through manufacturing before moving up the value chain.

The next stage is creating products, services and brands that consumers seek for their origin, not just their place of production. This is where the creative economy becomes strategically important. The most successful economies use creativity to build globally recognised national brands. Bangladesh's opportunity lies not only in developing its creative economy but also in using it to strengthen its global competitiveness.

Historically, exports have been driven by manufacturing competitiveness, trade agreements and industrial investment. Today, culture, digital influence and brand perception increasingly shape consumer demand. Countries that convert cultural relevance into commercial value gain a competitive edge. Stronger international visibility and consumer confidence could boost Bangladesh's apparel, pharmaceutical, tourism and digital services sectors. Greater brand recognition can help Bangladeshi companies attract customers, strengthen exports and build international trust.

The objective is not only to create new industries but also to capture more value from existing ones. Strong brands enhance pricing power, attract foreign direct investment and generate wider economic opportunities. In a connected world, reputation and trust have become valuable economic assets. Looking towards 2030, Bangladesh can build a creative economy that strengthens brands, exports and entrepreneurship.

Globally, the creator economy is evolving towards commerce, ownership and business creation.

Social commerce, the sale of products directly through social media platforms, is projected to approach $3 trillion annually worldwide. As consumers increasingly discover products through trusted creators and digital communities, many creators are becoming founders, investors and brand owners, showing how digital attention can be transformed into economic value.

For Bangladesh, the lesson is clear: creativity, trust and commerce are increasingly interconnected. In the next phase of the digital economy, the biggest gains will go to countries that link creativity, entrepreneurship, commerce and exports into a single ecosystem.

The objective is not simply to produce more content, but to turn attention into brands, brands into demand and demand into economic value.

The most successful economies understand this progression: content creates attention, trust shapes decisions, commerce generates demand and brands capture value. Content is not the destination; it is the starting point. Building Brand Bangladesh will require more than creators alone.

Government, businesses, investors, media organisations, technology platforms and exporters all have a role to play. Successful national brands are rarely created by a single industry. They emerge when creative, commercial and policy ecosystems operate in a mutually reinforcing manner. Made in Bangladesh created a globally competitive manufacturing economy. Brand Bangladesh can help capture more of the value it creates and define the next stage of export growth.

The author is a strategic consultant across technology, media and infrastructure industries.

ঢাকা।

The Business Standard

09 JUL 2026

PM sees major export potential for jackfruit in China

TRADE - BANGLADESH

TBS REPORT

Prime Minister Tarique Rahman has expressed optimism that Bangladesh could earn substantial foreign exchange by exporting jackfruit to China, citing Malaysia's success in exporting durian to the Chinese market.

He made the remarks yesterday while responding to a supplementary question during the 21st sitting of the first budget session of the 13th Jatiya Sangsad.

Asked whether the government had any plans to establish an agro-based industrial zone in Fulbaria upazila, the prime minister said a pineapple processing plant had been established in the area several years ago but later shut down due to a lack of necessary support.

He said the government is now working to revive closed industrial units, including agro-based mills and factories, to better utilise the area's agricultural potential.

Tarique said the government has no immediate plan to establish a separate industrial zone in Fulbaria. However, efforts are underway to restart shuttered industries, including agro-processing facilities.

Highlighting new export opportunities, the prime minister said an agreement signed during his recent visit to China has paved the way for Bangladesh to export jackfruit to the world's second-largest economy.

He said Bangladeshi jackfruit enjoys strong demand among Chinese consumers and expressed hope that exports would begin soon.

Recalling his visit to Malaysia before travelling to China, Tarique said Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim had told him that Malaysia earns billions of dollars annually from exporting durian to China.

"If Malaysia can earn billions of dollars by exporting durian, Bangladesh can also generate substantial foreign exchange by exporting jackfruit to China," the prime minister said.